কুষ্টিয়ায় পরিবহন শ্রমিকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার, বাস চলাচল শুরু

কুষ্টিয়ায় দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকা বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। শনিবার (১৮ এপ্রিল) দুপুর ১টায় কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে মালিক ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় স্থানীয় রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সমঝোতার পর কুষ্টিয়া-মেহেরপুর, কুষ্টিয়া-প্রাগপুর, কুষ্টিয়া- রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর, কুষ্টিয়া-বরিশাল, কুষ্টিয়া- রাজশাহী, কুষ্টিয়া-পাবনা-সিরাজগঞ্জসহ বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল আলম জানান, সকাল ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রমিকদের দাবি উপস্থাপন করা হয়। পরে দুপুর ১টার দিকে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ায় কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রমিক সংগঠনের নেতারা তাদের দাবির কথা জানান। দাবি পূরণ না হওয়ায় শুক্রবার থেকে সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল। আজ বৈঠকে সমঝোতা হওয়ায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোর থেকে কুষ্টিয়ার অভ্যন্তরীণ সব রুটে যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সঙ্গে কুষ্টিয়া-খুলনা-যশোর রুটে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের বাসও বন্ধ ছিল। গত ১৫ এপ্রিলের মধ্যে দাবি মেনে নেওয়ার আল্টিমেটাম দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন না হওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু হয়। পরে মালিক সমিতির শ্রমিকরাও এতে একাত্মতা প্রকাশ করে বাস চলাচল বন্ধ রাখেন।

শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ছিল পরিবহন সংশ্লিষ্ট মালিকদের মতো শ্রমিকদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং শ্রমিক সংগঠনের নামে কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে একটি বাস চলাচলের অনুমোদন।

মেহেরপুর সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম প্রত্যাহার

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম কে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. বরমান হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে। তাঁকে প্রত্যাহার করে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এনসিপি প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনে ৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থী থাকলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপি প্রার্থীর পক্ষে এনসিপি সদস্য হাসনাত জামান সৈকতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের হাতে প্রত্যাহারের আবেদন তুলে দেন।

এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ, জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

রেস্ট হাউসে ধরাপড়া মহেশপুর থানার সেই ওসি প্রত্যাহার

স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) রেস্ট হাউসে অবস্থান, পরে ছাত্রদল নেতাদের হাতে ধরা পড়ার ঘটনায় ঝিনাইদহের মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ।

প্রত্যক্ষ দর্শীদের নিকট থেকে জানা যায়, গত ৩০ জুন সন্ধ্যায় যশোর পাউবোর পুরাতন রেস্ট হাউসের ‘কপোতাক্ষ’ কক্ষে ওঠেন ওসি সাইফুল ইসলাম। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে এক নারীকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি। খবর পেয়ে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাসান সনি দলবল নিয়ে সেখানে যান। রেস্ট হাউসের দরজায় ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে ওসি সাইফুল বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদল নেতারা তাকে টেনেহিঁচড়ে আবার কক্ষে নিয়ে যান। এ সময় সেখানে বাকবিতন্ডা, ধস্তাধস্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এর পরপরই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ওসি সাইফুল ইসলামকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করা হয়।

রেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার মিজানুর রহমান জানান, ‘ওসি সাইফুল নিজেই এসে স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে কক্ষ নেন। পরে কিছু লোক এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

তবে ওসি সাইফুল ইসলাম দাবি করেন, কোনো অনৈতিক কিছু ঘটেনি। তিনি ব্যক্তিগত কাজে যশোরে এসেছিলেন এবং নারী বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে

রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। তার ভাষায়, ‘কিছু ছাত্রনেতা এসে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে চলে যান।’ ঘটনাটি ‘অপপ্রচার’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনায় মহেশপুরসহ পুরো জেলাজুড়ে চলছে নানা গুঞ্জন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘ঘটনার পরপরই গত রোববার রাতে ওসি সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হোটেল রেস্তোঁরা মালিক সমিতি’র আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা শাখা এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার আড়াই’শ হোটেল, রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকান ও ফাস্টফুডের দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি’র সভাপতি আবিদুর রহমান লালু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সৈয়দ আলী, এ কে আজাদ, সুব্রত ঘোষ, নাসির উদ্দীন, মেহেদী হাসান ও নিতাই ঘোষ প্রমুখ। বক্তারা

ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানুষের আয় রোজগার কমে গিয়েছে। ফলে হোটেল রেস্তোঁরাই আগের মতো ব্যবসা নেই। তার উপর নতুন প্রস্তাবিত বর্ধিত ১৫% ভ্যাট ও ১০% সম্পূরক শুল্ক ব্যবসায়ীদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীরা হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার না করলে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে জাপা’র মানববন্ধন

গাংনীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান (এরশাদ) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়াজেন করে গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি (এরশাদ)।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি বাবলুর রহমান ও অন্যতম নেতা কিতাব আলী বিএসসি।এসময় পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে মিথ্যা হত্যা মামলা

প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে এক ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, দেড় বছর আগে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী সুলতান গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়। এরপর থেকে সে বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিয়ে আসছিল।

গত ৬ জুন পুরন্দরপুর গ্রামের হালিমা খাতুনের বাড়িতে সুলতান ও হালিমাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তার দুই ছেলে রহিম ও রাসেল।

রাতে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর মিজানুর রহমান ও পাশের ওয়ার্ডের মেম্বর আরিফুর রহমানসহ সুলতানের ভাই ফরিদ হোসেনের উপস্থিতিতে সুলতান ও হালিমার বিয়ে হয়।

সকালে হালিমাকে নিয়ে সুলতান তার বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ঢুকতে না দিলে ঢাকায় চলে যায়। সেখানে ১৩ দিন থাকার পর সুলতানের ভাই ফরিদ ও তার পরিবারের লোকজন মেনে নেওয়ার আশ^◌াসে গ্রামে ডেকে আনে।

সেখানে মারধর করে তাদের জোর করে তালাক দেওয়া হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর অসুস্থ হলে গত ২৪ জুলাই যশোরে ভর্তি করা হয় সুলতানকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ৩ তারিখে মারা যায়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে প্রতিপক্ষরা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এতে নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামী করা হয়েছে।

সুলতান অভিযোগ করে বলেন, সুলতানের লাশ বাড়িতে আনলে শুরু হয় রাজনীতি। ওই এলাকার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, পুলিশ হত্যা চেষ্টা মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আমার ভাই মিজানুরের কাছে নির্বাচনে হেরে এটিকে হত্যা মামলা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি মামলা প্রত্যহারের দাবী জানান তারা।